ইট'স সাচ আ বিউটিফুল ডে

২১১৭ সালের ১২ এপ্রিল সকাল বেলা মিসেস রিচার্ড হ্যান'শ ঘুম থেকে উঠতেই (অন্যান্য সাধারণ সকলের মতোই) তার মেক্কানো প্রায় গড়াতে গড়াতে চলে এল তাঁর ঘরে। হাতের ছোট ট্রেতে এক কাপ কফি। বিকেলে নিউইয়র্ক যাবার কথা মিসেস রিচার্ড হ্যান'শ-র। তার আগে বেশ কিছু কাজ সারতে হবে তাঁকে। এগুলোর জন্যে মেক্কানোর ওপর ভরসা করা যায় না।

মেক্কানো পিছিয়ে গেল। ডায়াম্যাগনেটিক ফিল্ডের আধ ইঞ্চি ওপরে তার আয়ত শরীর নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে। দোল খেতে খেতে রান্না ঘরে ঢুকে গেল মেক্কানো। এখানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে মেক্কানোকে।

মিসেস হ্যান'শ তাঁর মৃত স্বামীর কিউবোগ্রাফের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চুপচাপ বিছানা ছাড়লেন। ছেলের পায়ের শব্দ ভেসে এল হলঘর থেকে। মিসেস হ্যান'শ-র একটিই ছেলে—রিচার্ড জনিয়র। তার দেখাশোনা করে রোবট মেক্কানো। মিসেস হ্যান'শ জানেন রিচার্ড টার্গোশাওয়ার সেরে নাস্তা খাবে। টার্গোশাওয়ারটা গত বছর বাথরুমে লাগিয়েছেন মিসেস হ্যান'শ। এতে দ্রুত গোসল করা যায়। খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় শরীর।

banglainternet.com

এ রকম সকাল বেলা সাধারণত ব্যস্ত থাকেন মিসেস হ্যান'শ। তবে স্কুলে যাবার আগে ছেলেকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হলে একটি চুমু খেলেই যথেষ্ট। তিনি শুনতে পেলেন মেক্কানো নরম গলায় রিচার্ডকে মনে করিয়ে দিচ্ছে স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে। তিনি নিচে নেমে এলেন।

রিচার্ডকে দেখতে পেলেন দাঁড়িয়ে আছে দোর গোড়ায়। চেহারায় বিরক্তির ছাপ।

'আম্মু,' মুখ তুলে চাইল রিচার্ড, 'আমি স্কুলের কো-অর্ডিনেটর ফোন করলাম। কিন্তু সাড়া পেলাম না কেন?'

যন্ত্রচালিতের মতো মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'দূর। কি যা তা বলছিস।'

'ঠিক আছে। তুমি চেষ্টা করে দেখ।'

মিসেস হ্যান'শ কয়েকবার নাম্বার ঘোরালেন। স্কুলের "ডোর" বা দরজা সাধারণ রিসেপশনের জন্যে সবসময় প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আজ কেন কাজ হচ্ছে না। আরেকটা কো-অর্ডিনেটের চেষ্টা চালালেন তিনি। কিন্তু কিছুই ঘটল না। "ডোর" অচল হয়েই রইল। ধূসর রঙের ব্যারিয়ারটা আগের মতোই থাকল। সন্দেহ নেই ডোরটা অচল হয়ে গেছে। অথচ পাঁচ মাস আগেও তাকে পরীক্ষা করে দেখে গেছে। এবার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করল মিসেস হ্যান'শ-র।

আজ কত কি পরিকল্পনা করে রেখেছেন তিনি। আর আজই কিনা এরকম ঝামেলা। তাঁর মনে পড়ে গেল মাস খানেক আগেও সাবসিডিয়ারি ডোর বসানর বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি এটা বাড়তি একটা খরচ বলে। কে জানত ডোরগুলো এরকম বাজে?

মিসেস হ্যান'শ ভিজি ফোনের দিকে পা বাড়ালেন। রাগে তাঁর ব্রক্ষ্মতালু জ্বলছে। ছেলেকে বললেন, 'ডিকি তুমি রাস্তায় যাও। উইলিয়ামাসদের ডোর ব্যবহার কর।'

রিচার্ড বলল, 'মা, শরীরটা খুব নোংরা লাগছে। ডোর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত বাসায় থাকি?'

ফোনের কমবিনেশন বোর্ডে হাত রেখে জবাব দিলেন মিসেস হ্যানস, 'তোমার জুতোয় ফ্লেক্সি লাগাও। নিজেকে আর নোংরা মনে হবে না। আর ওই বাড়িতে ঢোকার আগে শরীর ব্রাশ করে নিতে ভুলো না।'

banglainternet.com

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়, ডিকি। স্কুলে যেতেই হবে। এখন বেরিয়ে পড়। নইলে দেরী হয়ে যাবে।'

মেক্কানো ইতোমধ্যে এক হাতে ফ্লেক্সি নিয়ে চলে এসেছে, অপেক্ষা করছে রিচার্ডের জন্যে।

রিচার্ড স্বচ্ছ, প্লাষ্টিকের আবরণটা তার জুতোয় পরল, তারপর চেহারায় বিরক্তির ছাপ নিয়ে হলঘরের দিকে এগোল। 'আমি জানিও না এ জিনিস কিভাবে কাজ করে,' বলল সে। 'শুধু বোতাম টিপবে,' পেছন থেকে বললেন

ওর মা। 'লাল বোতাম। যাতে লেখা আছে। ফর ইমার্জেন্সি ইউজ। আর সময় নষ্ট কর না। মেক্কানো তোমার সঙ্গে যাবে?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' তীব্র গলায় বলল রিচার্ড। 'আমাকে কি ভেবেছ তুমি? শিশু? ফু।'

মিসেস হ্যান'শ ফোনের প্রয়োজনীয় কমবিনেশন টিপলেন। কোম্পানিকে খবর দেবেন।

আধা ঘণ্টা পরেই জো ব্লুম নামে এক তরুণ মেকানিক চলে এল। মিসেস হ্যান'শ তার সহজে নড়ান যায় সেই হাউজ-প্যানেল খুললেন। ছেলেটি গায়ের ধুলো ঝাড়ল। বাইরে থেকে এলে সবার গায়েই ধুলো পড়ে। জো ব্লুম জুতো থেকে ফ্লেক্সি খুলল। মিসেস হ্যান'শ তাঁর হাউজ-প্যানেল বন্ধ করলেন। ছেলেটি হাসি মুখে তাঁকে বলল, 'গুড মর্নিং, ম্যাম। আমি আপনার ডোর দেখতে এসেছি।'

'এসেছ খুশি হয়েছি,' নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিলেন মিসেস হ্যানস। 'আমার দিনটাই আজ কুফা যাবে এই ডোরের জন্যে।'

'সরি, ম্যাম। সমস্যাটা কি?'

'ডোর কাজ করছে না। কো-অর্ডিনেটর অ্যাডজাষ্ট করেও লাভ হচ্ছে না,' বললেন মিসেস হ্যান'শ। 'বাধ্য হয়ে আমার ছেলেকে প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে—ওই ওই জিনিসটা দিয়ে।'

জো ব্লুম যে প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকেছে সেদিকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি।

হাসল রিপেয়ারম্যান। 'ওটাও একটা ডোর বৈ কিছু নয়, ম্যাম। হ্যান্ড-ডোর।'

banglainternet.com

'তবু ওটা অন্তত: কাজ করছে। আমার ছেলেকে বাইরের জীবাণু আর নোংরার মধ্যে খেতে হয়েছে।'

'আজ বাইরের আবহাওয়া মন্দ নয়, ম্যাম।' বলল সে।

'তবে মাঝে মাঝে আবহাওয়া খুব খারাপ থাকে এটি সত্য। সে যাক। আমি এসেছি আপনার ডোর ঠিক করতে। ঠিক হলেই চলে যাব।'

মেঝের ওপর বসে পড়ল সে, বড় একটা টুল বক্স খুলল। একটা পয়েন্ট ডি ম্যাগনেটাইজার দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেল খুলে ফেলল আধ মিনিটের

মধ্যে। তারপর কিছু ইলেকট্রোড বসাল ওটার মধ্যে। ওয়ালের নিডলগুলো পরীক্ষা করল। বুকে হাত বেঁধে তার কাজ দেখলেন মিসেস হ্যান'শ।

অবশেষে সে বলল, 'এই যে একটা জিনিস পাওয়া গেছে,' আঁকশি দিয়ে সে ব্রেক ভাল্ব খুলে ফেলল। ওটা দেখিয়ে বলল, 'ব্রেক ভাল্বটার জন্যেই ডোরটা ঠিকমতো কাজ করছিল না, ম্যাম। এ জিনিস হঠাৎ করেই নষ্ট হয়ে যায়।' সে বিকল্প একটা ব্রেক ভাল্ব বসাল কন্ট্রোল প্যানেলে। প্যানেল আগের জায়গায় বসিয়ে সিধে হল জো ব্লুম। 'এখন থেকে আবার ডোর কাজ শুরু করবে, ম্যাম', কয়েকটা কমবিনেশন নাম্বার টিপল সে। প্রতিবার ধূসর ডোর কুচকুচে কালো হয়ে উঠল। ব্লুম বলল, 'এখানে একটি সাইন করুন, ম্যাম। আর আপনার চার্জ নাম্বার লিখে রাখুন। ধন্যবাদ, ম্যাম।'

নতুন একটা কমবিনেশন দিল সে মিসেস হ্যান'শকে, তারপর স্যালুট মেরে ঢুকে পড়ল ডোর-এ। কালো অন্ধকারের মধ্যে শরীর ঢুকে যেতেই ওটা টুকরো হয়ে গেল। আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল সে। ডোর-এর ওপাশে সম্পূর্ণ যাবার পরে ডোর আবার ম্লান, ধূসর রঙ ধারণ করল।

আধ ঘণ্টা পরে, মিসেস হ্যান'শ তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করছেন আর বিড় বিড় করছেন সকালটা খুব বিশ্রিভাবে শুরু হয়েছে বলে, এমন সময় বেজে ওঠল ফোন। আর সত্যি কুফা একটা দিন শুরু হয়ে গেল তার জন্যে।

মিস এলিজাবেথ রবিনস বেশ সমস্যায় আছে। তার খুদে ছাত্র ডিকি হ্যান'শ পড়াশোনায় খুবই ভালো। কিন্তু আজকাল তার আচরণ ভারি অদ্ভুত ঠেকছে মিস রবিনসের কাছে। সে ঠিক করেছে এ ব্যাপারে দিকের মার সঙ্গে কথা বলবে, স্কুলের প্রিন্সিপালের সাথে নয়। সে ভিজি ফোনে কথা বলল মিসেস হ্যান'শ-র সঙ্গে। নিজের পরিচয় দেয়ার পরে মিসেস হ্যান'শ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি রিচার্ডের টিচার?'

'জ্বী,' মাথা ঝাঁকাল মিস রবিনস, 'আপনাকে জানান দরকার দিক আজ অনেক দেরিতে স্কুলে এসেছে।'

'তাই নাকি? কিন্তু ওর তো দেরি হবার কথা নয়। আমি দেখলাম ও স্কুলে যাচ্ছে।'

ভিজি ফোনে বিস্মিত দেখাল মিস রবিনসকে। 'আপনি ওকে ডোর ব্যবহার করতে দেখেছেন?'

মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'তা নয়। আমাদের ডোরটা কিছুক্ষণের জন্যে নষ্ট ছিল। আমি ওকে প্রতিবেশীর বাড়ি পাঠিয়েছি তাদের ডোর ব্যবহার করার জন্যে।'

'আপনি শিওর ?'

'অবশ্যই শিওর। মিথ্যা বলতে যাব কেন আপনাকে ?'

'না। না। মিসেস হ্যান'শ। তা বলছি না। মানে আপনি কি নিশ্চিত আপনার ছেলে প্রতিবেশীর ডোর ব্যবহার করেছে ? ওর বাসা হারিয়েও ফেলতে পারে।'

'হাস্যকর কথা। আমাদের ম্যাপ আছে। রিচার্ড ডিষ্টিক্টএ-থ্রি'র প্রতিটি বাড়ি খুব ভালো ভাবে চেনে।'

মিস রবিনস বলল, 'তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে ডিকি আদৌ প্রতিবেশীর ডোর ব্যবহার করেছে কিনা। এক ঘণ্টা পরে আজ স্কুলে এসেছে ও। ওর ফ্লেক্সিতে ধুলো-ময়লা দেখে মনে হয়েছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসেছে দিক। কারণ ওর ফ্লেক্সিতে কাদামাটি লেগেছিল।'

'কাদা মাটি ?' ভয়ানক অবাক হলেন মিসেস হ্যান'শ। 'কাদা মাটি আসবে কোত্থেকে ? ডিকি কি বলেছে ?'

মিস রবিনস বলল, 'ডিকি এর কোনো সন্তোসজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। মিসেস হ্যান'শ, আমার মনে হচ্ছে আপনার ছেলে অসুস্থ। ওকে ডাক্তার দেখান দরকার।'

'জ্বরটর হয়নিতো ?' উৎকণ্ঠায় তীক্ষ্ণ শোনাল মার গলা।

'না। না। শারীরিক অসুস্থতার কথা বলছি না আমি। মানসিক অসুস্থতার কথা বলছি। ওর আচরণ, চাউনি, ইতস্তত ভঙ্গিতে যোগ করল মিস রবিনস। '—আমার মনে হয় সাইকিক প্রোব দিয়ে ওর একটা রুটিন চেক আপ করা দরকার—'

কথা শেষ করতে পারল না রবিনস, খেঁকিয়ে উঠলেন মিসেস হ্যান'শ, 'আপনি কি বলতে চাইছেন রিচার্ড পাগল ?'

'না। না। মিসেস হ্যান'শ। তবে—'

'আপনার কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি আমার ছেলে ঠিক আছে।' বলে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

banglainternet.com

মিস রবিনস দ্রুত ক্লাস রুমে ঢুকল। আজ ইংরেজি কমপোজিশনের ক্লাস। তবে পড়ানর মন আসছে না। সে ছাত্রদের নির্ধারিত হোমওয়ার্ক-এর অংশ বিশেষ পড়ে শোনাতে বলল। মাঝে মাঝে টেপ চালাল। ছোট ভোকালাইজার চালিয়ে ছাত্রদের দেখিয়ে দিল কিভাবে ইংরেজি পড়তে হবে। তবে তার মন পড়ে আছে রিচার্ডের দিকে। চুপচাপ নিজের সিটে বসে আছে রিচার্ড। নিজের ভাবনায় বুঁদ হয়ে আছে, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন নয়। মিস রবিনসের মনে হচ্ছে ছেলেটা আজ সকালে অস্বাভাবিক কোনো অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে এসেছে। ওর মাকে খবরটা দিয়ে ভালোই করেছে। তবে প্রোব সম্পর্কে কথা বলা ঠিক হয়নি। আজকাল সবাই প্রোব ব্যবহার করে। এতে অসম্মানের কিছু নেই।

রিচার্ডকে ডাকল সে। প্রথমবার শুনতে পেল না। দ্বিতীয় ডাকে লাফিয়ে ওঠে দাঁড়াল রিচার্ড।

মিস রবিনস তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে প্রাচীন কোনো যান ব্যবহার করতে দিলে কোনোটায় তুমি চড়তে চাইবে এবং কেন?'

এ ধরনের প্রশ্ন মাঝে মাঝে করে মিস রবিনস। এতে ইতিহাসের সাথে যুক্ত থাকা যায়।

রিচার্ড মৃদু গলায় জবাব দিল, 'প্রাচীন কোনো যানকে বেছে নিতে বলা হলে আমি স্ট্রাটোলাইনার বেছে নিতাম। কারণ এই যানটি গতি ধীর হলেও এটি পরিচ্ছন্ন। আর এ স্ট্রাটোস্ফিয়ারে চলাফেরা করতে সক্ষম। জানের দরজা-জানালা বন্ধ থাকে বলে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় নেই। রাতের বেলা এ থেকে প্ল্যানেটেরিয়ামের মতোই আকাশের তারা দেখা যায়। নিচে তাকালে পৃথিবীকে ম্যাপের মতো দেখা যাবে, মেঘও দেখা যাবে—' এভাবে আরো বর্ণনা করে গেল সে।

banglainternet.com

মিস রবিনস বলল, 'তোমার উচ্চারণে সামান্য ত্রুটি আছে। "জান" নয় "যান", এ ছাড়া যা বলেছ মন্দ নয়। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্বের মধ্যে পার্থক্য কি? কে বলতে পারবে?'

এভাবে ক্লাস চলল লাঞ্চ পর্যন্ত। কিছু ছেলে ক্লাসে বসে লাঞ্চ করল, কেউ কেউ বাড়ি গেল। রিচার্ড ক্লাসেই থাকল। সাধারণত লাঞ্চের সময় বাড়ি যায় সে। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না মিস রবিনসের।

বিকেলে ছুটি হল স্কুল। এক এক করে স্কুল ডোর-এ ঢুকে যে যার বাড়ি পৌঁছে গেল। শুধু রিচার্ড ছাড়া। রিচার্ড ক্লাসের ফায়ার ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেছে সবার অগোচরে। রিচার্ডকে নিয়ে আবার চিন্তায় পড়ে গেল মিস রবিনস। ছেলেটার সত্যি কিছু একটা হয়েছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে তখন। তবে মিসেস হ্যান'শকে আর ফোন করল না। সকাল বেলা মহিলার রুক্ষ আচরণ মোটেই ভালো লাগেনি রবিনসের।

ওই দিন আবার নিউইয়র্ক যাওয়া হল না মিসেস হ্যান'শ-র। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর রাগ নিয়ে বাড়িতে বসে থাকলেন তিনি। চিন্তা ছেলেকে নিয়ে আরো ক্ষোভ জাগছে মিস রবিনস নামের স্কুল টিচারটার ওপর।

স্কুল ছুটি হবার পরেও রিচার্ড বাড়ি ফিরছে না দেখে দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার জোগাড় হল মিসেস হ্যান'শ-র। একবার ভেবেছিলেন স্কুলে ফোন করবেন। কিন্তু যে স্কুলের শিক্ষক তার ছেলেকে পাগল ঠাওরে বসে আছে তার কাছে ফোন করতে মন চাইল না মিসেস হ্যান'শ-র। তিনি অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করে দিলেন। ঘনঘন সিগারেটে টান দিচ্ছেন। রিচার্ড স্কুলে তখনো বসে আছে কোনো কারণে ? তাহলে কারণটা মিসেস হ্যান'শকে আগে ভাগে জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল তার।

স্কুলে কিছুতেই ফোন করবেন না বলে জিদ ধরেছিলেন মিসেস হ্যান'শ। কিন্তু ছেলের দুশ্চিতায় জেদ বজায় রাখতে পারলেন না তিনি। শুধু স্কুল নয়, পুলিশেও খবর দিতে হবে।

তবে ফোন করতে হল না। চলে এসেছে রিচার্ড। চোরের মতো মুখ করে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে। দুশ্চিন্তা অকস্মাৎ পরিণত হল রাগে। গনগনে মুখে জানতে চাইলেন মিসেস হ্যান'শ, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি, রিচার্ড ?'

banglainternet.com

কিন্তু ছেলে জবাব দেয়ার আগেই বুঝে ফেললেন কোথায় ছিল সে। রিচার্ডের জুতোর ধুলো (ফ্লেক্সি ছাড়া) হাতে ময়লা, শার্টেও ময়লার দাগ। মিসেস হ্যান'শ আতঙ্কিত গলায় বললেন, 'তুই বাইরে গিয়েছিলি ?'

'ইয়ে মানে আম্মু—' কথা জড়িয়ে গেল রিচার্ডের।

'স্কুল ডোরের কোনো সমস্যা ?'

'না। আম্মু।'

'তুই বুঝতে পারছিস তোর জন্যে দুশ্চিন্তায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি?' জবাবের জন্যে খামোকাই অপেক্ষা করলেন তিনি। 'বেশ। তোর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে পরে কথা বলব। এখন যা। গোসল করে নে। পুরান জামা-কাপড় একটাও যেন গায়ে না দেখি। মেক্কানো!'

ডাকার আগেই মেক্কানো এসে হাজির। মিসেস হ্যান'শ ছেলেকে বললেন, 'জুতো এখানেই খোল। তারপর মেক্কানোর সঙ্গে যা।'

কোনো প্রতিশব্দ না করে মা'র আদেশ পালন করল রিচার্ড।

মিসেস হ্যান'শ বুড়ো আঙুল আর তর্জনি দিয়ে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে কাদা মাখা জুতো জোড়া তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। তারপর টিস্যু দিয়ে ভালো করে হাত মুছে ওটাও ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেললেন।

ডিনারে রিচার্ডকে সঙ্গ দিলেন না মিসেস হ্যান'শ। মেক্কানো দাঁড়িয়ে থাকল পাশে। এটা রিচার্ডের শাস্তি। এতেই বুঝতে পারবে মা খুব রাগ করেছেন ওর ওপর।

তবে ঘুমের সময় মা এলেন ছেলের কাছে। আদর করে জানতে চাইলেন, 'তোর আজ কি হয়েছিল রে, খোকা?' অনেক দিন পরে খোকা ডাকলেন তিনি ছেলেকে। চোখে পানি এসে গেল তাঁর।

কিন্তু রিচার্ড অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল। কঠিন গলায় বলল, 'ওই বাজে ডোর দিয়ে আমি আর যাতায়াত করতে চাই না, আম্মু।'

'কেন?'

গায়ের পিচ্ছিল চাদরে (পরিষ্কার এবং রোগজীবাণুমুক্ত। আর একবার ব্যবহারের পরে ফেলে দেয়া হয় এ চাদর) হাত বোলাতে বোলাতে রিচার্ড বলল, 'আমার ভালো লাগে না তাই।'

banglainternet.com

'তাহলে স্কুলে যাবি কিভাবে, খোকা?'

'সকাল সকাল উঠব,' বিড়বিড় করল রিচার্ড।

'কিন্তু ডোরে তো কোনো সমস্যা নেই।'

'কিন্তু ওগুলো আমার পছন্দ হয় না,' মা'র দিকে একবারও তাকাচ্ছে না ছেলে।

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'আচ্ছা। এখন ঘুমো। কাল সকালে দেখা যাবে।'

ছেলেকে চুমো খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস হ্যান'শ। ফটোসেল বিমে হাত দিতেই ঘরের আলো কমে এল।

কিন্তু সে রাতে ভালো ঘুম হল না মিসেস হ্যান'শ-র। তার খোকার হঠাৎ ডোর পছন্দ না হবার কারণ কি? ডোর নিয়ে আগে কখনো ভাবেনি রিচার্ড। এখন এরকম করছে কেন? ওর আচরণ কেমন অসংলগ্ন ঠেকছে।

অসংলগ্ন? শব্দটা মনে আসতে মিস রবিনসের কথা মনে পড়ে গেল মিসেস হ্যান'শ-র। মিস রবিনস বলেছিল তার ছেলের মধ্যে পাগলামীর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মিস রবিনসের কথা মনে পড়তে চোয়াল কঠিন হয়ে এল মিসেস হ্যানসের। দুরো! কি সব যা তা ভাবছেন তিনি? তার ছেলের দরকার প্রশান্তিময় ঘুম। ভালো ঘুম দিলেই কাল সকালে উঠে ঠিক হয়ে যাবে সে।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখলেন বাসায় নেই রিচার্ড। মেক্কানো কথা বলতে না পারলেও অঙ্গভঙ্গি করে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। সে জানাল রিচার্ড সাধারণত যে সময়ে ঘুম থেকে ওঠে আজ তার আধঘন্টা আগে ওঠেছে। গোসল সেরে বেরিয়ে পড়েছে।

না, ডোর ব্যবহার করেনি সে।

সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে।

বিকেল ৩.১০ মিনিটে মিসেস হ্যান'শ-র ভিজি ফোন বেজে উঠল। মিস রবিনস। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন মিস রবিনস।'

রিচার্ডের শিক্ষয়িত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মিসেস হ্যান'শ, আমি রিচার্ডকে রেগুলার ডোর ব্যবহার করতে বলা সত্বেও সে ফায়ার ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, জানি না।'

সতর্ক গলায় মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'বাড়ি গেছে। আর কোথায় যাবে?'

আতঙ্কিত দেখাল মিস রবিনসকে, 'আপনি ব্যাপারটাকে সমর্থন করছেন?'

মিসেস হ্যান'শ ঠিক করলেন টিচারটাকে আজ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন। তিনি গম্ভীর, বিষণ্ন চেহারা নিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার আপনার আছে। আমার ছেলে যদি ডোর ব্যবহার করতে না চায় সেটা তার এবং আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

banglainternet.com

যদ্দুর জানি স্কুলে এমন কোনো আইন নেই যে ডোর ব্যবহার করতেই হবে।'

মিস রবিনসের মুখ লাল হয়ে গেল। ফোন লাইন কেটে যাবার আগ মুহূর্তে সে বলে উঠল, 'আমি, হলে ওকে প্রোবে পাঠাতাম। অবশ্যই পাঠাতাম।'

তার কথা শেষ হওয়া মাত্র লাইন কেটে দিলেন মিসেস হ্যান'শ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ছেলের পক্ষ নিয়ে ভাবলেন ঠিকই তো ডোর পছন্দ না হলে রিচার্ড ওটা ব্যবহার করবে কেন?

রিচার্ড বাড়ি ফিরল আবার আগের মতো চোর চোর মুখ করে। তবে মিসেস হ্যান'শ মেজাজ হারালেন না। এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন দেখলেন রিচার্ড ডোর ব্যবহার করছে। খুশি হলেন তিনি। ভাবলেন যাক, সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু দু'দিন পরেই ডোর বাদ দিয়ে আবার সদর দরজা ব্যবহার করল রিচার্ড।

এবার সাইকিয়াট্রিস্ট এবং প্রোবের কথা ভাবতে শুরু করলেন মিসেস হ্যান'শ। কিন্তু মিস রবিনসের চেহারা ভেসে ওঠতে প্রতিবারই নিজেকে দমন করলেন। যদিও ইদানিং—তাঁর মনে হচ্ছে মিস রবিনস হয় তো ঠিক কথাই বলেছে।

একদিন মিসেস হ্যান'শকে ভয়ানক আতঙ্কিত করে কাক ভেজা হয়ে বাসায় ফিরল রিচার্ড। ওই সময় আইয়োয়া থেকে বোনের সঙ্গে দেখা করে মাত্র বাড়িতে ঢুকেছেন মিসেস হ্যান'শ। ছেলের ওই দশা দেখে আঁতকে ওঠলেন তিনি, 'রিচার্ড হ্যান'শ!'

banglainternet.com

মুখ কাচুমাচু করে ব্যাখ্যা করল রিচার্ড। 'বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর আমিও ভিজে গেলাম।'

রাগের চোটে কয়েক মুহূর্ত কথা জোগাল না মিসেস হ্যান'শ-র মুখে। অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি। বললেন, 'তুই বাইরে গিয়েছিলি, না?'

রিচার্ড স্বীকার করল হ্যাঁ, 'আম্মু। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলাম। বুঝতে পারিনি বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।'

আর কিছু বললেন না মিসেস হ্যান'শ। রাগে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

দিন দুই পরে সর্দি লাগল রিচার্ডের। ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সে। মিসেস হ্যান'শ সিদ্ধান্ত নিলেন এবার রিচার্ডকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান দরকার।

স্যান ফ্রান্সিসকো মেডিকেল সেন্টারে মনোবিজ্ঞানী হ্যামিলটন স্লোনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন মিসেস হ্যান'শ।

রিচার্ডের গল্প শুনলেন তিনি ধৈর্য ধরে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে ব্যাপারটার শুরু হয় ডোর অচল হয়ে পড়ার পর থেকে, তাই না?'

'জ্বী, ডক্টর।'

'ডোর নিয়ে ওর ভেতরে কোনো ভীতি লক্ষ্য করেছেন?'

'অবশ্যই না। কেন ভয় থাকবে?' অবাক হলেন মিসেস হ্যান'শ।

'ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, মিসেস হ্যান'শ। কারণ ডোর যেভাবে কাজ করে, দৃশ্যটা ভীতিকর অবশ্যই। আপনি ডোর-এ পা দেয়া মাত্র আপনার অ্যাটমগুলো ফিল্ড এনার্জিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, স্পেসের আরেক অংশে এটার স্থানান্তর ঘটছে। তারপর আবার ওটা ম্যাটারে পরিণত হচ্ছে। আর ওই সময়টা আপনি জীবিত থাকছেন না।'

'এ সব জিনিস নিয়ে কেউ চিন্তা করে বলে আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু আপনার ছেলে হয়তো চিন্তা করে। সে ডোর নষ্ট হয়ে যাবার দৃশ্য দেখেছে। সে হয়তো মনে মনে ভেবেছে, "আমি ডোর-এর মধ্যে অর্ধেক সেঁধিয়ে গেছি আর এ সময় ডোরটিও নষ্ট হয়ে গেল। তখন কি হবে?" '

'উদ্ভট কথা বলছেন আপনি, ডক্টর। রিচার্ড এখনো ডোর ব্যবহার করছে। স্কুলে যাবার সময় এক কি দুইবার সে ডোর ব্যবহার করে।'

'স্বইচ্ছায়? আনন্দের সাথে?'

মিসেস হ্যান'শ বিরক্ত গলায় বললেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় অনিচ্ছায় কাজটা করছে সে। তবে এসব কথা বলে কি কোনো লাভ হচ্ছে, ডক্টর? আপনি প্রোব ব্যবহার করতে চাইলে করেন। দেখুন সমস্যাটা কোথায়।'

ড. স্লোন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'শিশুদের জন্যে প্রোব ব্যবহার করা ঠিক হবে না। এটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক একটা অভিজ্ঞতা। এতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। তারপর ফলাফল পাঠাতে হয় সেন্ট্রাল সাইকো অ্যানালিটিক্যাল

banglainternet.com

ব্যুরোতে বিশ্লেষণের জন্যে। সেখানে কয়েক হপ্তা লেগে যেতে পারে। মিসেস হ্যান'শ, অনেক মনোবিজ্ঞানীরই ধারণা, প্রোব-অ্যানালিসিস থিওরী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত।'

ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেন মিসেস হ্যান'শ। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কিছুই করার নেই।'

হাসলেন ড. স্লোন। 'একেবারেই নেই। তবে আমার মনে হচ্ছে ছেলেটির সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।'

'ওর সঙ্গে কথা বলবেন? তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?'

'প্রয়োজন হলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনের জন্যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে ছেলেটির সাথে আগে কথা বলা দরকার।'

'আমি মা হয়ে ওর পেট থেকে কিছু বের করতে পারলাম না। আর আপনি পারবেন?' ব্যঙ্গ মিসেস হ্যান'শ-র কণ্ঠে।

'এ রকম মাঝে মাঝে ঘটে,' জানালেন ড. স্লেন, 'শিশুরা কখনো কখনো অচেনা লোকের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে।'

ওঠে দাঁড়ালেন মিসেস হ্যান'শ। তাঁকে মোটেও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না। 'কবে আসতে চান আমার বাসায়?'

'আসছে শনিবার? তখন তো ওর স্কুল বন্ধ থাকবে, আপনি কি ব্যস্ত থাকবেন?'

'আমরা আপনার জন্যে রেডি হয়ে থাকব।'

ছোট রিসেপশন রুম থেকে পথ দেখিয়ে অফিস ডোর-এ মিসেস হ্যান'শকে পৌঁছে দিলেন ডা. স্লোন। তিনি তার বাড়ির কো-অর্ডিনেটর পাঞ্চ করলেন ডোর-এ। মহিলাকে ভেতরে ঢুকতে দেখলেন ড. স্লোন। প্রথমে আধা-মানুষ, তারপর শরীরের সিকি অংশ, তারপর একটা কনুই, সবশেষে একখানা পা অদৃশ্য হয়ে গেল ডোরের ওপাশে। দৃশ্যটা সত্যি রোমহর্ষক।

গন্তব্যে যাত্রার সময় ডোর যদি অচল হয়ে পড়ে তখন কি হবে, ভাবলেন স্লোন। মানুষের শরীরের অর্ধেক অংশ ডোর-এর এপাশে পড়ে থাকবে, বাকি অংশ ওপাশে? এরকম কোনো ঘটনা ঘটতে শোনেন নি তিনি। তবে ঘটা বিচিত্র নয়। ড. স্লোন নিজের অফিসে ফিরে এলেন। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে।

banglainternet.com

শনিবার নির্ধারিত সময়ে রিচার্ডদের বাড়িতে এলেন ড. স্লোন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে, রিচার্ড ?'

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রিচার্ডের। 'হাঁটব, স্যার ?'

'মানে বাইরে যাবে ?'

'আপনি—বাইরে যান ?'

'মাঝে মাঝে, হাঁটার ইচ্ছে হলে যাই।'

লাফিয়ে উঠল রিচার্ড। বলল, 'আমার ধারণা ছিল কেউ বাইরে যেতে চায় না।'

'আমি যাই। মানুষের সাহচর্য ভালো লাগে আমার।' বসে পড়ল রিচার্ড, অনিশ্চিত গলায় বলল, 'কিন্তু আম্মু!'

এতক্ষণ চুপচাপ ডক্টর আর ছেলের আলাপ শুনছিলেন মিসেস হ্যান'শ। বাইরে যাবার কথা শুনে আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন তিনি। আতঙ্ক বোধ করলেন। তারপরও জোর করে হাসলেন। বললেন,' ঠিক আছে, খোকা। যেতে পার। তবে সাবধানে থাকবে।'

তিনি দ্রুত একবার কটমট করে তাকালেন ড. স্লোনের দিকে। স্লোন খেয়াল করলেন না।

ড. স্লোন মিথ্যা বলেছেন রিচার্ডকে। মাঝে মাঝে বাইরে যান না তিনি। কলেজ ছাড়ার পর থেকে তিনি বাইরে বের হননি। ওই সময় তাঁদের বিনোদনের জন্যে ছিল ইনডোর আলট্রাভায়োলেট চেম্বার, সুইমিংপুল এবং টেনিস কোর্ট। আউট ডোরের চেয়ে ইনডোর গেমস অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। আর বাইরে যাবার তাঁদের দরকারও পড়েনি।

banglainternet.com

কাজেই বাইরে যাবার পরে বাতাস যখন ছুঁয়ে ছিল তাঁকে, শিরশিরে একটা অনুভূতি হল চামড়ায়। ফ্লেক্সি জুতো খুলে সবুজ ঘাসে নিশব্দে নগ্ন পায়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

'ওই যে দেখুন,' হাসি মুখে বলল রিচার্ড। তখন অন্য রকম লাগছে তাকে। প্রথম পরিচয়ে খুবই গম্ভীর মনে হয়েছিল রিচার্ডকে।

একটা গাছের মগ ডালে শুধু নীলচে একটা ঝিলিক দেখলেন ড. স্লোন। নড়ে ওঠল গাছের পাতা। জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পেলেন না তিনি।

'কি ওটা ?'

'একটা পাখি,' বলল রিচার্ড। 'নীল রঙের পাখি।'

'অবাক চোখে তার দিকে তাকালেন ড. স্লোন। হ্যান'শদের বাড়ি একটা উঁচু টিলার ওপর। মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে হালকা জঙ্গল, মাঝে মাঝে গাছের সারি, সূর্যের আলোর ঝিলমিল করছে ঘাস।

সবুজের মধ্যে লাল এবং হলুদ রঙের নানা আকৃতিও ফুটে আছে। ওগুলো ফুল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গুলোর যত্ন নেয় কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিচার্ড। 'জানি না। সম্ভবত মেক্কানো।'

'মেক্কানো?'

'রোবট। এদিকে প্রচুর আছে। অ্যাটমিক নাইফ দিয়ে ওরা ঘাস ছাঁটে। ওই যে একটা, দেখুন।'

আধ মাইল দূরে চকচকে ধাতব রোবটটাকে দেখতে পেলেন ড. স্লোন। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে ঘাস বনের দিকে। কিছু একটা করছে সে। এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। 'ওটা কি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন ড. স্লোন।

মুখ তুলে চাইল রিচার্ড। 'ওটা একটা বাড়ি। ফ্রোলিকদের।'

'তুমি এখানকার বাড়ি ঘর সব চেন?' জানতে চাইলেন স্লোন।

'ম্যাপ দেখে চিনতে পারি। আমার সঙ্গে আসুন,' বলে দৌড়াতে শুরু করল রিচার্ড। দৌড়াতে দৌড়াতে একটা জলাধারার কাছে নিয়ে এল। 'ওই দেখুন পানি।'

'পানি?' সবুজের মধ্যে রূপালি একটা ফিতে চোখে পড়ল স্লোনের।

'হ্যাঁ। সত্যিকার পানি। যে পানি পাহাড় বেয়ে পড়ে। সারাক্ষণ পড়তেই থাকে। পাহাড়ে উঠলে দেখতে পাবেন। ওটাকে বলে নদী। নদীর তীরে প্রচুর গাছ আছে। ওখানে একটা বাড়িও আছে। হালকা সবুজ রঙের বাড়ি। সাদা রঙের ছাদ।'

banglainternet.com

'তাই নাকি?' বিস্মিত দেখাল স্লোনকে।

পায়ের নিচে ছোট ছোট প্রাণী দৌড়াদৌড়ি করছিল। সেদিকে তাকালেন ড. স্লোন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে রিচার্ড বলল, 'ওগুলোকে আপনি ধরতে পারবেন না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। পারিনি।'

একটা হলদে রঙের প্রজাপতি উড়ে গেল পাশ দিয়ে। ওপর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ড. স্লোন। এমন সময় প্রকাণ্ড একটা ছায়া পড়ল গায়ে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল। ওপর দিকে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। বিস্মিত দেখাল

তাঁকে। রিচার্ড বলল, 'ওটা মেঘ। একটু পরেই চলে যাবে। ওই ফুলগুলোকে দেখুন। ওরা কি সুন্দর গন্ধ ছড়ায়।'

হ্যান'শদের বাড়ি থেকে কয়েকশ গজ দূরে প্রচুর ফলের গাছ। মেঘ সরে গেল। আবার ঝকমক করে উঠল সূর্য। পেছন ফিরে তাকালেন ড. স্লোন। অনেক দূর চলে এসেছেন তাঁরা। এখন যদি রিচার্ড তাঁকে এখানে ফেলে রেখে দৌড়ে পালিয়ে যায় পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবেন না তিনি।

'তুমি দেখছি একজন এক্সপ্লোরার,' হারিয়ে যাবার ভয়টা জোর করে মাথা থেকে দূর করে দিলেন ড. স্লোন।

লাজুক হাসল রিচার্ড। 'আমি যখন স্কুলে যাই এবং বাড়ি ফিরে আসি, সবসময় ভিন্ন রাস্তা ধরে যাতায়াত করি যাতে নতুন নতুন জিনিস চোখে পড়ে।'

'কিন্তু তুমি প্রতিদিন সকালে নিশ্চয়ই বাইরে যাও না। যাও কি? মাঝে মাঝে ডোরও ব্যবহার কর নিশ্চয়ই?'

রিচার্ড বলল, 'হ্যাঁ, করি। মাঝে মাঝে সকালে বৃষ্টি হলে ডোর ব্যবহার করতে হয়। ডোর ব্যবহার করতে ভালো লাগে না। কিন্তু কি করব? হপ্তা দুয়েক আগে আমার ঠাণ্ডা লেগে গেল—' বলে চুপ হয়ে গেল রিচার্ড। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তবে আম্মু আমাকে বকেনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. স্লোন, 'চল। ফেরা যাক।'

হতাশ দেখাল রিচার্ডকে। 'এখনই?'

'তোমার মা বসে আছেন আমাদের জন্যে।'

'তাও বটে,' বেজার মুখে বলল রিচার্ড।

banglainternet.com

ধীরে ধীরে হাঁটছে ওরা। রিচার্ড খুশি খুশি গলায় বলল, 'জানেন, আমাকে সেদিন স্কুলে একটা রচনা লিখতে দেয়া হয়েছিল। আমি কি ধরনের প্রাচীন যান (এবার ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারল সে) ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। আমি স্ট্রাটোলাইনারের কথা বলেছি। এই যানে চড়লে তারা, মেঘসহ আর অনেক কিছু দেখা যায়। আমি এরকম একটা যান চাই।

মিসেস হ্যান'শকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, 'রিচার্ড অ্যাবনরমাল নয় বলছেন, ডক্টর?'

'খানিকটা অস্বাভাবিক। তবে অ্যাবনরমাল নয়। ও বাইরে যেতে পছন্দ করে।'

'কিন্তু কি করে যাবে? বাইরের জগৎ এত নোংরা, অস্বাস্থ্যকর।'

'এটা আসলে একেকজনের মানসিকতার ব্যাপার। একশো বছর আগে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা সবসময় বাইরেই থাকতেন। আজও, আমার ধারণা, লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান ডোর কি জিনিস তা জানে না।'

'কিন্তু আমার ছেলে অত্যাধুনিক জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত,' রাগী গলায় বললেন মিসেস হ্যান'শ। 'সে আফ্রিকান নয়—আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মতোও নয়।'

'সমস্যাটা সেখানেই, মিসেস হ্যান'শ। তার বাইরে যাবার ইচ্ছে প্রবল। অথচ সে বুঝতে পারে কাজটা তার জন্যে ঠিক হবে না। আর এ বিষয় নিয়ে সে আপনার বা তার টিচারের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়। ফলে বাধ্য হয়ে চুপচাপ থাকছে। আর এটার শেষ পরিণতি বিপজ্জনকও হতে পারে।'

'তাহলে আমরা ওকে বাধা দেব কিভাবে?'

ড. স্লোন বললেন, 'ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। যেদিন আপনাদের ডোরটা অচল হয়ে গেল, বাইরে যাবার সুযোগ পেল রিচার্ড, ভালো লেগে গেল তার বাইরের পৃথিবী। তারপর স্কুলে যাবার নাম করে ঘনঘন বাইরে যেতে লাগল সে। ধরুন, আপনি শনি আর রোববার দু'ঘণ্টা করে ওকে বাইরে যাবার অনুমতি দিলেন। ধরুন সে বুঝতে পারল ফাঁকি না দিলেও সে এখন বাইরে যাবার সুযোগ পাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় না এরপর থেকে সে নিজেই ডোর ব্যবহার করবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং তাকে নিয়ে যেসব ঝামেলায় আপনাদের পড়তে হচ্ছে সেগুলোর আস্তে আস্তে অবসান ঘটবে?'

'কিন্তু ওকি আদৌ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে?'

ওঠে দাঁড়ালেন ড. স্লোন। 'মিসেস হ্যান'শ, আপনার ছেলের যতটুকু স্বাভাবিক থাকার দরকার ততটুকু সে আছে। এ মুহূর্তে সে বিভিন্ন ফলের স্বাদ নিচ্ছে। তবে আপনি ওর সঙ্গে সহযোগিতা করলে দেখবেন ওকে নিয়ে আর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। বয়স যত বাড়বে সমাজের চাহিদা এবং প্রত্যাশার ব্যাপারে ততই সচেতন হয়ে উঠবে রিচার্ড। নিজেকে মানিয়ে

banglainternet.com

চলতে শিখবে। আর আমাদের সবার মধ্যেই মেনে না চলার প্রবণতা কম বেশি কাজ করে। বড় হবার পরে এ ধরনের চিন্তা-চেতনা হ্রাস পেতে থাকে। ওর ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবেন না। রিচার্ড তা হলে ঠিক হয়ে যাবে।'

দরজার দিকে পা বাড়ালেন ডক্টর।

মিসেস হ্যান'শ বললেন, 'ওর তা হলে প্রোবের দরকার নেই?'

সজোরে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন স্লোন। 'অবশ্যই না। ওর এরকম কিছুর মোটেই দরকার নেই।'

দরজার কমবিনেশন বোর্ডে হাত দিতে গিয়েও থেমে গেলেন স্লোন। তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে মিসেস হ্যান'শ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, ড. স্লোন?'

বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে নিলেন স্লোন। ডোর-এর দিকে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালেন। নরম গলায় বললেন, 'জানেন, আজ কি সুন্দর একটি দিন? ঠিক করেছি আজ আমি বাইরে খানিক হেঁটে বেড়াব।'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

banglainternet.com